ড. গওহার মুশতাক

কুরআন-সুন্নাহ ও বিজ্ঞানের আলোকে

দাড়ি

কুরআন-সুন্নাহ ও বিজ্ঞানের আলোকে

দাড়ি

ড. গওহার মুশতাক

অনুবাদক : শাহেদ হাসান

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১১০, US $ 6, UK £ 4

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার

ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-96854-6-3

Dari

by **Dr. Gohar Mushtaq**

by Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অনুবাদকের কথা

দাড়ি পুরুষের অলংকার। সৌন্দর্য ও গৌরবের প্রতীক। দাড়ি পুরুষত্ব ফুটিয়ে তোলে। মানুষের চোখে তার মর্যাদা বাড়ায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আজকের মুসলিম যুবকরা রাসুল ﷺ-এর গুরুত্বপূর্ণ এই সুন্নাহর ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অনেকের কাছে দাড়ি কেবল একটি সুন্নাহর নাম, যা পালন না করলেও চলে। সাহাবিদের চেতনা ও আদর্শ থেকে আজ কতটা দূরে আমরা। তাঁরা রাসুলের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার কারণে তাঁর সুন্নাহপালনে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না; আর আমরা রাসুলকে মুখে ভালোবাসার কথা বললেও কাজকর্মে যেন বিরোধিতারই প্রমাণ দিই, তাঁকে অনুকরণ করতে লজ্জাবোধ করি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে দাড়ি কেবল একটি সুন্নাহ, এই ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে—দাড়ি রাখা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। কেউ বিনা কারণে দাড়ি কাটলে গুনাহগার হবে। এ ছাড়া মুসলিমরা দীর্ঘ সময় উপনিবেশ শাসনের অধীনে থাকায় নিজেদের কাঁধে হীনম্মন্যতার বোঝা চেপে বসেছে। এমনকি অনেক মুসলিম সাদা প্রভুদের অনুকরণের চেষ্টায় নিজেদের জীবন খর্ব করে ফেলেছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে তারাও এই হীনম্মন্যতার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে একজন গর্বিত মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কারণ খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ড. গওহার মুশতাক আমেরিকান একজন ট্রেইন্ড সাইন্টিস্ট। পাশাপাশি তিনি বেশ কজন শায়খের অধীনে ইলম অর্জন করেছেন এবং সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি নিয়মিত জুমুআর খুতবা দেন এবং ইসলামের

পক্ষে তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক লেখালিখি করেন। ইতিমধ্যে পাঠকপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে *Scientific & Islamic Reasons for growing a beard* একটি।

দেশের অন্যতম প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনী থেকে গ্রন্থটির অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক দাড়ি রাখার পক্ষে প্রথমে কুরআন-হাদিস ও সালাফ থেকে প্রমাণ দেখিয়েছেন, এরপর মেডিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করেছেন কেন একজন পুরুষের অবশ্যই দাড়ি রাখা উচিত। প্রমাণগুলো এতটাই শক্তিশালী যে, অমুসলিমও দাড়ি রাখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

আশা করছি গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর যারা ইতিমধ্যে দাড়ি রেখেছেন, আপনাদের ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবেন; আর যারা এখনো বিভিন্ন কারণে রাখেননি, তারাও রাখার পেছনে যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাবেন।

গ্রন্থটি সুখপাঠ্য করতে আমার পর আরও কজন শ্রম দিয়েছেন এই অনুবাদে। সবার কৃতজ্ঞতা জানাই। এতজনের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিরল নয়। তাই কারও নজরে এমনকিছু পড়লে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

শাহেদ হাসান
২ সেপ্টেম্বর, ২০২২
shahedhasan911@gmail.com

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

দাড়ি রাখা : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে # ১৫

এক : কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণ ১৭
দুই : দাড়ি বড় বা লম্বা করার ব্যাপারে আলিমদের অবস্থান ২৩
তিন : রাসুলের শারীরিক বর্ণনা ২৭
চার : দাড়ির শরয়ি দৈর্ঘ্য ৩০
পাঁচ : সন্দেহবাতিকদের জন্য কিছু প্রশ্ন ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাড়ি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা # ৩৩

এক : দাড়ির উপস্থিতি পুরুষকে নারীদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় করে ৩৪
দুই : পুরুষের ব্যক্তিত্বে দাড়ির প্রভাব ৩৫
তিন : দাড়ি থাকা নাকি না-থাকা—কোনটি আকর্ষণীয় ৩৭
চার : চাকরির নিয়োগে দাড়ির প্রভাব ৩৯
পাঁচ : বিজ্ঞাপনে দাড়ি ৪০
ছয় : পেশা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিচারে দাড়ি রাখা ও চশমা পরার প্রভাব ৪১

সাত : দাড়ি পৌরুষত্বের অনুভূতি বাড়ায় ৪৩
আট : দাড়ি পুরুষের আবেদনময় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ৪৪
নয় : দাড়ি রাখা ও যৌনকর্মের মধ্যকার চমকপ্রদ সম্পর্ক ৪৫
দশ : দাড়ির স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব ৪৮
এগারো : দাড়ি রাখার ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞান যে ভুল তথ্য দেয় ৫০
বারো : দাড়ি কামাতে যত সময় নষ্ট হয় ৫১
তেরো : উপসংহার ৫২

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিমসমাজে দাড়িবিহীন সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কারণ # ৫৪

এক : বিভিন্ন মানব-সংস্কৃতিতে দাড়ির ইতিহাস ৫৭
দুই : আধুনিক খ্রিষ্টানরা দাড়িওয়ালা যিশুখ্রিষ্টে উৎসাহী নয় ৬০
তিন : শেভিং ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'দাড়িবিহীন চেহারা'-সংস্কৃতির প্রচার ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

দাড়ি কেন রাখবেন # ৬৭

এক : ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থে দাড়ি রাখার নির্দেশ ৬৯
দুই : বাইবেল মেনে অ্যামিশদের দাড়ি রাখার নির্দেশ পালন ৭০
তিন : শিখ ধর্মগ্রন্থে দাড়ি রাখার গুরুত্ব ৭১
চার : জাপানি পুরুষদের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি ৭১
পাঁচ : দাড়ি মানুষের মুখাবয়বের সমস্যা ঠিক করে ৭২
ছয় : দাড়ি রাখার ব্যাপারে এক নওমুসলিমের চিন্তা ৭২
সাত : স্বাভাবিকতা ও বিচ্যুতি : ইসলাম বনাম আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ৭৪
আট : দাড়ি উম্মাহর সমস্যা সমাধানে প্রতিবন্ধক নয় ৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

দাড়ি-সংক্রান্ত চমকপ্রদ গল্প ও ঐতিহাসিক ঘটনা # ৭৮

এক : নিজের গল্প ৭৮
দুই : মির্জা কাতিলের তাওবা ৭৯
তিন : জর্জ বার্নার্ড শ রেজর প্রস্তুতকারক কোম্পানির ফাঁদে পা দেননি ৮০
চার : রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট দাড়িওয়ালা লোকদের সম্মান করতেন ৮১
পাঁচ : পার্থিব লোভের কারণে আল্লাহর অবাধ্যতা ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৮২
ছয় : পাকিস্তানি ক্রিকেটার সায়িদ আনোয়ারের দাড়ি ৮৩
সাত : শায়খ ইসলাহিকে ইসলামে দাড়ির গুরুত্ব বোঝাতে ইমাম ফারাহি যে যুক্তি ব্যবহার করেন ৮৪
আট : নিজের দাড়ির ব্যাপারে এক আমেরিকান মুসলিমের ভাবনা ৮৫
নয় : আব্রাহাম লিংকনকে দাড়ি রাখার অনুরোধ জানিয়ে ছোট্ট একটি মেয়ের চিঠি ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষকথা # ৮৮

গ্রন্থপঞ্জি # ৯১

ভূমিকা

পর্বত থেকে ঝরনা বেরিয়ে আসার সময় পানি থাকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ; কিন্তু এই পানি চড়াই-উতরাই পেরোলে তাতে ময়লা ও অপবিত্রতা প্রবেশ করে। ফলে পানি হয় কর্দমাক্ত। স্থূলদৃষ্টির মানুষ মনে করবে পানিতে শুরু থেকেই ময়লা ছিল। একই ধারণা ধর্মের ক্ষেত্রেও খাটে। ১৪০০ বছর আগে ইসলাম নামক ঝরনার উৎপত্তি হয় মক্কার পর্বতে; এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনৈসলামি বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলন ইসলাম নামক ঝরনায় অনুপ্রবেশ করেছে। পরবর্তী প্রজন্মের কিছু মুসলিম মনে করছে এসব অপবিত্রতা ইসলামেরই অংশ। মুসলিমসমাজে দাড়ি কামিয়ে ফেলার প্রচলন ইসলামে প্রবেশকৃত এমনই এক অপবিত্রতা। দাড়ি কামানোর এই অভ্যাস এখন এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে, এ যুগে মুসলিমরা 'ক্লিন-শেভ' চেহারাকে কোনো সমস্যা বলে মনে করে না!

ইসলাম নামক ঝরনার উৎপত্তিস্থল কুরআন ও সুন্নাহ। আমরা ইসলামের সঠিক ছবি তখনই দেখতে পাব, যখন সরাসরি ইসলামের ঝরনা থেকে পানি পান করব। দাড়ি কামিয়ে ফেলার মতো মেয়েলি স্বভাব রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা, এমনকি তাঁদের পরের প্রজন্মেও অনুপস্থিত ছিল।

আজ মুসলিমদের নৈতিক অবক্ষয় এতটাই হয়েছে যে, কোনো মুসলিম দাড়ি রাখলে অন্য মুসলিমরা তাকে পশ্চাদপদ মনে করে। দাড়িওয়ালা মুসলিম ভাইদের নিয়ে সমাজের লোকজন হাসিঠাট্টা করে, এমনকি মৌলবাদীও বলে। মুসলিমদের কথা ও কাজ ইসলামের এতটাই বিপরীতে চলে গেছে